VARD

তৃণমূল বার্তা

actionaid

এলআরপি ৪৩ | ১৫ তম সংখ্যা | জুন-২০২৬

“আর্ট ফর হোপ”: শিশুদের চোখে সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও আশার গল্প

প্রান্তিক শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ”

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-এর সহযোগিতায় আয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে দুই দিনব্যাপী শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি ১১-১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে, প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ মার্চ বিকাল ৩টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়, যেখানে শিশুদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতাকে উদযাপন করা হয়। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ বছর বয়সী শিশু শিল্পী মারিয়াম নাসরিন আফসানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর শিক্ষক খোজাইমা ফাতেহালি জিয়াউদ্দিন, কার্টুনিস্ট ও শিল্পী মোরশেদ মিশু এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী আফজাল হোসেনসহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং শিশুদের সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও হ্যাপি হোমের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একশনএইড বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করে আসছে। এসব উদ্যোগ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে, যেখানে তারা শিখতে, বেড়ে উঠতে এবং নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এলআরপি- ৪৩, ভার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদযাপন

পান্না আক্তার, প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল

আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার- এই উক্তিটিকে সামনে রেখে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদযাপিত হয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও প্রকল্প এলাকার স্পন্সর শিশু, শিশুফোরাম, শিশু সাংবাদিক দল, স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও রিফ্লেকশন একশন সার্কেল সদস্যদের অংশগ্রহণে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে নারী দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপন

LRP-43 পর্যায়ে নারী দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপন

র‍্যালি উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জনাব আশাদুজ্জামান, বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট ছবাব মিয়া, কাটাখালি উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মো: গোলাপ মিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডাক্তার সুমন চন্দ্র বর্মন, উপজেলা প্রকৌশলী রজত কান্তি দাস, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব ফেরদৌছুর রহমান, পলাশ ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান স্বপন কুমার পাল, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি স্বপন কুমার বর্মন, ভার্ড প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো: সাইদুল ইসলাম ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ।

র‍্যালি শেষে আলোচনায় কাটাখালি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মো: গোলাপ মিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডাক্তার সুমন চন্দ্র বর্মন, তাদের বক্তব্যে বলেন, নারীরা বিভিন্ন ভাবে অধিকার বঞ্চিত ছিল এবং পুরুষ শাসিত সমাজে ছিল তারা অবহেলার পাত্র। কর্মক্ষেত্রে মজুরী বৈষম্য, স্বামীর অথবা নিজের আয়ের টাকা ব্যবহারে পরাধীনতা, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মতামতের গুরত্বহীনতা, শিশু বিবাহ ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় উঠে আসে। বর্তমানে নারীদের শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, নারী অধিকার বিষয়ে ধারণা লাভের ফলে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামতের মূল্যায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ সফল হোক, সার্থক হোক এই শুভকামনায় বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

একশনএইড বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত ভার্ডের মাধ্যমে বিশ্বম্ভরপুরে স্যানেটারি ন্যাপকিন বিতরণ

পৌষি, সহ প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল

একশনএইড বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত এলআরপি ৪৩, ভার্ডের মাধ্যমে বিশ্বম্ভরপুর প্রকল্প এলাকায় কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও তাদের অভ্যাসের পরিবর্তনের লক্ষে প্রকল্পের স্পন্সর শিশুদের মধ্যে স্যানেটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। ২০টি শিশুবিকাশ কেন্দ্রের সর্বমোট ২২২ জন কিশোরী ১ প্যাকেট করে স্যানেটারি ন্যাপকিন পেয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটি শিশুবিকাশ কেন্দ্রে কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন সমস্যা যেমন- শারীরিক ও মানষিক পরিবর্তন, পর্যাপ্ত ঘুম, পুষ্টিকর খাবার, আয়রন ট্যাবলেট গ্রহণ এবং নেপকিনের নিরাপদ ব্যবহার ও ব্যবহারের নিয়ম ও উপকারীতা নিয়ে সেশন নেওয়া হয়েছে। এলাকার কিশোরীরা মাসিকের সময় অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন, নোংরা, স্যাঁতসেঁতে কাপড় ব্যবহার করে যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি, এছাড়া বর্ষাকালীন অধিকাংশ সময়ে বৃষ্টি থাকার ফলে তাদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। উল্লেখ্য যে কিশোরীদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপরিচ্ছন্ন, নোংরা, স্যাঁতসেঁতে কাপড় ব্যবহার থেকে বিরত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত শুকনো কাপড় অথবা স্যানেটারি ন্যাপকিনের নিরাপদ ব্যবহার কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও তাদের অভ্যাসের পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কিশোরীদের মধ্যে স্যানেটারি ন্যাপকিন বিতরণ

“গার্লস সাপোর্টার্স” প্রকল্পের ফল, উচ্চ শিক্ষায় বাড়ায় পৌষির মনোবল

কামরুল হাসান, ভার্ড, এলআরপি -৪৩

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামটি খুবই অবহেলিত, উক্ত গ্রামেই বসবাস করছে পৌষিদের পরিবার। এখন পৌষির বয়স ঃ ১৫ বছর। পিতা সঞ্চিত দাস মাতা:-বিভা রাণী দাস। পৌষির পিতা পেশায় দিনমজুর, মা গৃহিনী, ১ভাই, ২বোন সহ পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৫ জন। পৌষি ১০ম শ্রেণীতে পড়ে, তার ছোট বোন ৫ম শ্রেণীতে ও ছোট ভাই ২য় শ্রেণীতে পড়ে। তার পিতার দিনমজুরী পেশার আয়ের উপর ৫ জনের সংসারে অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী, অতিকষ্টে তাদের দিনাতিপাত করতে হয়। অভাবের তাড়নায়, মাঝে মাঝে আর্থিক সংকটের কারনে লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম হলেও পৌষি পড়াশুনা চালিয়ে যান। ছোটবেলা থেকেই পৌষি স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ এবং স্কুলের যে কোন কাজে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন, পড়াশুনায় সে মেধাবী ছিল সেজন্য স্কুলের শিক্ষকগণও তাকে স্নেহ করতেন। পৌষি ঘরের কাজে তার মাকে সহযোগিতা করা ছিল নিত্য দিনের কাজের অংশ।

পৌষির আইজিএ ভেড়া পালন

পৌষি ২০১৭ সাল থেকেই শিশুবিকাশ কেন্দ্রের সাথে জড়িত, সে ভার্ড ও আন্তর্জাতিক সেচ্ছাসেবী সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ এর সহায়তায় বিভিন্ন সেশন যেমন- বাল্যবিবাহের কুফল, ভাল স্পর্শ ও মন্দ স্পর্শ, বয়ঃসন্ধিকালীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নারী ও শিশু নির্যাতন, শিশুশ্রম, বজ্রপাত, আবৃত্তি, সাধারণ জ্ঞান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা সহ ইত্যাদি সেশনে অংশগ্রহণ করেছে এছাড়া ও তারা পাঠ্য বইয়ের বাইরে বিভিন্ন বিষয় শিখছে যেমন- নিজেদের সম্পর্কে জানা, নিজের এলাকা সর্ম্পকে জানা, শিষ্টাচার, পাঠ্য বইয়ের বাইরে বিভিন্ন বিষয়, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। তাদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে সহায়িকাগন নানারকম উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এছাড়া শিশু অধিকার সপ্তাহ, বিশ্বপানি দিবস, জলবায়ু পরিবর্তন, শিশু শ্রম নিরসন কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস, মহান বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালনে সে অংশগ্রহণ করে। পৌষি চাইল্ডফোরাম এর সদস্য, সে একশন এইড বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করে। চাইল্ড লিডারশীপ ও কালচারাল মুভমেন্ট, লাইফ স্কীল বেসড এডুকেশন, ভার্ড কর্তৃক আয়োজিত পিয়ার লার্নিং সেশন/ট্রেনিং পেয়েছে। পৌষিদের পরিবার তাদের আর্থিক সংকটের কারণে তার স্কুলের পড়াশুনা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়, যা পৌষি শুনে কান্নাকাটি করে কিন্তু জীবন সংগ্রামে পৌষি হারতে নারাজ। লড়াকু সৈনিক হয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে চায় পৌষি, তার স্বপ্ন এডভোকেট হয়ে নিজে স্বাবলম্বী হওয়া। ঠিক এমন অবস্থায় তাঁকে একশনএইড বাংলাদেশ পরিচালিত “গার্লস সাপোর্টার” প্রকল্প হইতে ভেড়া ক্রয়ের জন্য ৮০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়। তার মা-বাবা সহ আলোচনা করে পৌষি ২টি ভেড়া ক্রয় করে লালনপালন শুরু করে, বৎসর ঘুরতেই তার ভেড়া ৪টি বাচ্চা দেয় এবং ২টি ভেড়া ১৫০০০ টাকা বিক্রি করে প্রতি ৩ মাস পরপর ১টি ভেড়া প্রায় ১০০০০ টাকা দিয়ে বিক্রি করতে পারে। বর্তমানে তার মোট ৫টি ভেড়া ও ১টি ছাগল ও ১টি গরু আছে যার বর্তমান মূল্য ১,৩০০০০ টাকা। এছাড়া ও পৌষি তার নিজ বাড়ীতে মায়ের সাথে বছরব্যাপি সবজি চাষ ও বাড়ীতে দেশি হাঁস-মুরগী পালন করে যা নিজেদের খাওয়ার পরেও বাজারে বিক্রি করে মাসে ৪০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা আয় হয়। তার পিতাও কাজের পাশাপাশি জমি বর্গা নিয়ে ধান চাষ করে, পৌষি এখন নিয়মিত স্কুলে যায় ও পড়াশোনা করে। “গার্লস সাপোর্টার” প্রকল্প তার উচ্চ শিক্ষা ও অ্যাডভোকেট হওয়ার স্বপ্ন পূরণে মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবেই পৌষি তার জীবনের সাথে কঠিন সংগ্রাম লড়াই করে এগিয়ে চলছে।

পৌষি ভার্ড ও একশনএইড বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, “আমি ভালভাবে পড়াশুনা করে বড় হয়ে অ্যাডভোকেট হতে চাই এবং সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ও শিশু শ্রম বন্ধ করতে চাই। আমি আমার বাবা-মায়ের কষ্টকে লাঘব করতে চাই”।

একশনএইড বাংলাদেশের আর্থিক ও ভার্ড চক্ষু হাসপাতালের কারিগরি সহযোগিতায় বিশ্বম্ভরপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প বাস্তবায়ন

সুমনা আক্তার, সহ: প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল

ভার্ড এলআরপি-৪৩ এর উদ্যোগে এবং একশনএইড বাংলাদেশের আর্থিক ও ভার্ড চক্ষু হাসপাতালের কারিগরি সহযোগিতায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল-২০২৬ বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার শক্তিয়ারখলা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পে ২১৬ জন রোগীকে চোখের যাবতীয় রোগের চিকিৎসাপত্র প্রদান, ছানি অপারেশন, ফেকো অপারেশন, লো-ভিশন সেবা, ২৮ রোগীকে ছানি অপারেশনের জন্য বাছাই করে তাদের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হয়। ৮০ জনকে চশমা ও ১৩০ জনকে ঔষধ প্রদান করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন বাদাঘাট দক্ষিন নারী সমাজকল্যাণ ফেডারেশন এর সভানেত্রী আনোয়ারা বেগম, শক্তিয়ারখলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: জাহাঙ্গীর হোসেন ও আমরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ভার্ড এলআরপি-৪৩ প্রকল্পে কর্মরত ও কর্মীগণ এবং স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ। তারা রোগীদের সাথে কথা বলেন এবং ভার্ড চক্ষু হাসপাতালের সেবার মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অতিথিগণ এধরণের মহতী উদ্যোগের জন্য ভার্ড এবং একশনএইড বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রে ভার্ড চক্ষু হাসপাতালের ম্যানেজার (এএফও) মো: নুর হোসেন ও মেডিকেল টিম দিনব্যাপী চিকিৎসা প্রদান করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক কিশোরী কর্ণার (Adolescent girls corner) পরিদর্শন

পিয়া আক্তার, প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল

মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে ১টি কিশোরী কর্ণার (Adolescent girls corner) স্থাপন করা হয়েছে। কিশোরী কর্ণারটি উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আব্দুল মতিন খান। তিনি কিশোরী কর্ণার স্থাপনে ভার্ড ও একশনএইড বাংলাদেশ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্কুল চলাকালীন সময়ে কিশোরীদের মাসিক/পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে তাদের শারীরিক, মানসিক প্রশান্তি, বিশ্রাম ও সেবা গ্রহণের জন্য কিশোরী কর্ণারটি যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, প্রধান শিক্ষক ও ভার্ড এর কর্মীবৃন্দ। কিশোরী কর্ণারে ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ প্রদান যেমন একটি আলমারী, লোহার খাট, তোষক, বালিশ, বেডসীট, বালিশ কভার, ঝুরি, ফার্স্ট এইড বক্স, স্যানিটারি ন্যাপকিন, টয়লেট টিস্যুপেপার, এইচ আর ডি এস ট্যাবলেট, আয়রন ট্যাবলেট, ফলিক এসিড, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, রেজিস্ট্রার খাতা, হারপিক, সাবান ও বদনা ইত্যাদি সুসজ্জিত রাখা আছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া কিশোরী কর্ণারে (Adolescent girls corner) স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক বিভিন্ন স্লোগান, ফ্লিপ চার্ট, হ্যান্ডবুক রয়েছে। স্কুল চলাকালীন প্রয়োজনীয় সময়ে কিশোরীরা, কিশোরী কর্ণার (Adolescent girls corner) এ গিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবহার করছে ও বিশ্রাম নিতে পারছে।

Session on Adolescent girls corner

বিশ্বম্ভরপুরে শিশু সাংবাদিক দলের সাথে নেটওয়ার্কিং সভা-২০২৬

মোহন সরকার, প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল

একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় বিশ্বম্ভরপুরে ভার্ডেরশিশু সাংবাদিক দলের নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩/০৪/২০২৬ইং বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা ভার্ড প্রকল্প অফিসের সম্মেলন কক্ষে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে স্থানীয় প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মো: সাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মো: শহীদুল্লাহ-প্রভাষক দিগেন্দ্র বর্মন সরকারী কলেজ, মো: ফাইজুল ইসলাম, অফিস সহকারী-উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, প্রেসক্লাব সা: সম্পাদক জনাব কাজী সালেহ আহমদ, প্রেসক্লাব সভাপতি স্বপন কুমার বর্মন এবং শিশু সাংবাদিক দলের পক্ষ থেকে আল-আমীন, পৌষি দাস, নয়ন সরকার। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভার্ড প্রকল্প অফিসের ব্যবস্থাপক সভার সমাপ্তি করেন।

স্কলারশীপ এর টাকা বিতরণ

এ বছর ১০জন কিশোরীকে বাড়ীতে আয়বর্ধন মূলক কাজের জন্য ১৫০০০/- টাকা করে সর্বমোট ১৫০০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে উক্ত টাকা তারা বিভিন্ন প্রকল্প যেমন সেলাই কাজ, ছাগলপালন, হাঁসমুরগী পালন ও বাড়ীর আঙ্গীনায় সবজীচাষ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে নিজেদের পড়াশোনার খরচ নির্বাহ করবে। এছাড়া ও ১০জনকে ভোকেশনাল ট্রেনিং বাবদ ৩০০০/-টাকা করে মোট ৩০০০০/-টাকা এবং আরো ১০জনকে ৫০০০/-টাকা করে মোট ৫০০০০/- টাকা স্কলারশীপ প্রদান করা হয়েছে যা তারা তাদের পড়াশুনা বাবদ যেমন স্কুলড্রেস, বই-খাতা, স্কুলের বেতন ইত্যাদিতে খরচ করবে। এই কার্যক্রমটি শিশুদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধি করছে এবং কিশোরীদের বাল্যবিবাহ ও স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ট্রেনিং ও সেশন যেমন (বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে করণীয়, গুডটাচ-ব্যাডটাচ, বাল্যবিবাহের কুফল, নারীনির্যাতন, শিশুশ্রম, বর্জ্রপাত, বন্যার আগাম প্রস্তুতি ও বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ) অংশগ্রহণের মাধ্যমে সচেতন হচ্ছে।

মানববন্ধন বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ উদযাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ উদযাপন

জবা আক্তার, প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল

একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় ভার্ড এলআরপি-৪৩ প্রকল্পের উদ্যোগে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ”জলবায়ু পরিবর্তন: আজকের পদক্ষেপ আগামীর নিরাপত্তা” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ইং উদযাপন করা হয়েছে। সেখানে মানববন্ধন, র‍্যালী, কুইজ প্রতিযোগীতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মানববন্ধন বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ উদযাপন

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাদাঘাট দক্ষিন নারী সমাজকল্যাণ ফেডারেশন এর সভানেত্রী আনোয়ারা বেগম ও এলআরপি-৪৩ ব্যবস্থাপক জনাব মো: সাইদুল ইসলাম. তিনি তার আলোচনায় বলেন মানবসৃষ্ট বিভিন্ন অনভিপ্রেত কর্মকান্ডের ফলে আজ এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য চরম হুমকির মুখে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্লাষ্টিক বর্জন, বর্জ্যব্যবস্থাপনা, বৃক্ষরোপন ও প্রাণীকুল রক্ষায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার না করা এবং পরিবেশ রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান . আমরা সকলে মিলে সুন্দর দুষণমুক্ত ও সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলতে চাই। র‍্যালী ও মানববন্ধনে শিশুবিকাশ কেন্দ্রের স্পন্সর শিশু, শিশু ফোরাম সদস্য ও শিশু সাংবাদিক দল ও রিফ্লেকশন একশন সার্কেল এর সদস্য, যুব সংগঠনের সদস্য, ভার্ড এলআরপি-৪৩ এর কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর উদ্দেশ্যে বায়ুদূষণ, বৃক্ষনিধন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন স্লোগান লেখা পোষ্টার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে র‍্যালী শুরু করে শক্তিয়ারখলা বাজার প্রদক্ষিণ করে এবং র‍্যালী শেষে কুইজ প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

“একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় ভার্ডের উদ্দ্যোগে স্পন্সর শিশুদের মধ্যে স্কলারশিপ, ও আইজিএ সহযোগিতা প্রদান

রুশি আক্তার, প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ এর সহায়তায় ভার্ড বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার, বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে এলআরপি-৪৩ প্রকল্পের মাধ্যমে স্পন্সর শিশু ও কিশোরীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও শিশুশ্রম দূরীকরণের জন্য “গার্লস সার্পোটার” প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন স্কলারশীপ ও আই-জি-এ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করে আসছে।

একশনএইড বাংলাদেশ এর সহায়তায় “ফান ইভেন্ট-২০২৬” উদযাপন

ছানিয়া আক্তার (প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল)

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ এর সহায়তায় ভার্ড কর্তৃক আয়োজিত পূর্ব সিরাজপুর(পেটনার) মাঠে দিনব্যাপি ফান-ইভেন্ট-২০২৬ উদ্‌যাপন করা হয়। বাদাঘাট দক্ষিন নারী সমাজকল্যাণ ফেডারেশন এর সভানেত্রী আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাদাঘাট (দক্ষিন) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব এডভোকেট ছবাব মিয়া. এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু রায়হান- সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

“ফানইভেন্ট-২০২৬” প্রগ্রামে দলীয় নৃত্য

এছাড়াও শিশুবিকাশ কেন্দ্রের স্পন্সর শিশু, শিশু ফোরাম সদস্য ও শিশু সাংবাদিক দল ও রিফ্লেকশন একশন সার্কেল এর নারীনেত্রী, যুব সংগঠনের সদস্য, এলাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, ভার্ড এলআরপি-৪৩ এর কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ভার্ড প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মো: সাইদুল ইসলামের এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি বলেন, শিশুদের সুস্থ দেহ ও সতেজ মন গঠনে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া ও মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা, বিষন্নতা থেকে দূরে রাখে এবং মনকে প্রফুল্ল রাখে। অনুষ্ঠানে শিশুরা নৃত্য ও গান পরিবেশন করেন, মেয়েদের ফুটবল খেলা, ব্যাডমিন্টন খেলা ও রশি খেলাতে শিশুরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে খেলায় অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়।

তৃণমূল সাংবাদিক দলের ত্রৈমাসিক সভা

বশীর আহমদ (প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল)

একশনএইড বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায় ভার্ড এলআরপি-৪৩ প্রকল্পের উদ্যোগে শক্তিয়ারখলা শিশুবিকাশ কেন্দ্রে তৃণমূল সাংবাদিক দলের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল-আমীন-এর সভাপতিত্বে ও সহকারী প্রতিবেদক পৌষি দাসের সঞ্চালনায় পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। এ বছরের কার্যক্রম এবং তৃণমূল সংবাদ প্রকাশনা বিষয়ে আলোচনার জন্য তৃণমূল সাংবাদিক দলের সভাপতি আল-আমীন তার বক্তব্যে বিগত ও চলতি বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি বলেন, এবছর ২টি তৃণমূল বার্তা প্রকাশিত হবে ইতিমধ্যে প্রথমার্ধের তৃণমূল বার্তা কাজ শুরু করা হয়েছে আশাকরি তৃণমূল বার্তা প্রকাশ করতে সকলেই লেখার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করব। তাই আমরা সবাই যার যার লেখা যেন অবশ্যই সময়মতো জমা দিতে পারি সেজন্য সচেষ্ট থাকব।

তৃণমূল সাংবাদিক দলের ত্রৈমাসিক সভা

এছাড়া উপজেলা প্রেসক্লাবে নিয়মিত যোগাযোগ করা, বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসে অংশগ্রহণ করা এবং নিজ নিজ গ্রামে বাল্যবিয়ে শিশুশ্রম, নেশা-জুয়া ইত্যাদি হলে প্রতিরোধ প্রতিবাদ করার আহবান জানান। পরিশেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাল্যবিবাহরোধে সচেতনতা তৈরি

আল-আমীন (সহ-সম্পাদক, শিশু সাংবাদিক দল)

বাল্যবিয়ে আমাদের দেশে একটি ব্যাধি। যুগ যুগ ধরে আরো বেশী শক্তি নিয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। আধুনিক যুগের মেয়েদের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার রীতি থেকে এখনও আমরা বের হয়ে আসতে পারছি না। আমাদের যেন এখনও সেই যুগের বিভিন্ন নিয়ম নীতি চারদিকে ঘিরে আছে। শিশু বিয়ে যেন থেমে নেই, যেন আরো শক্তি নিয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। এখনও প্রত্রিকা খুললেই দেখা যায় প্রায় প্রতিদিনই কোন কোন এলাকায় মেয়ে শিশুদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে। যে বয়সে মেয়েরা স্কুলে যাবে, পুতুল বিয়ে খেলা করবে সেই বয়সে নিজেকেই বউ সাজতে হচ্ছে। সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানামুখী প্রচারের ফলেও এই ব্যাধিটিকে নিয়ন্ত্রনে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্যে প্রয়োজন জন মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা।

একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ভার্ড পরিচালিত এলআরপি-৪৩ এর কর্মএলাকায় প্রকল্পের বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও বন্ধে নানামুখী পদক্ষেপ যেমন- আলোচনা, র‍্যালী, ক্যাম্পেইন, নাটক উপস্থাপনের ফলে মানুষ বেশ সচেতন হয়েছে। তাছাড়া এখন অনেকেই জানে বিয়ের প্রকৃত বয়স কত হতে হবে, বাল্য বিয়ে দিলে কি কি শারীরিক মানসিক ক্ষতি হয়, এমন কি আইনি শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে সেটা সম্পর্কে ও অবগত আছেন। এর লক্ষ্যে শিশু বিয়ের আইন, শাস্তি, কোথায় সহযোগিতা চাইলে তাৎক্ষনিক সহযোগিতা পাওয়া যাবে, হটলাইন নম্বর ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত লিফলেট রিফ্লেকশন একশন সার্কেল, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, বিভিন্ন বিদ্যালয়, বাজার ইত্যাদি জায়গায় বিতরণ করা হয়। বাল্য বিয়ে যেহেতু একটি মারাত্মক ব্যাধি তাই ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করা হচ্ছে । এল ফলে বাল্যবিয়ে আরও কমবে। আমরা আমাদের সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এর বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে আরও জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

শিশুদের আঁকা ছবি

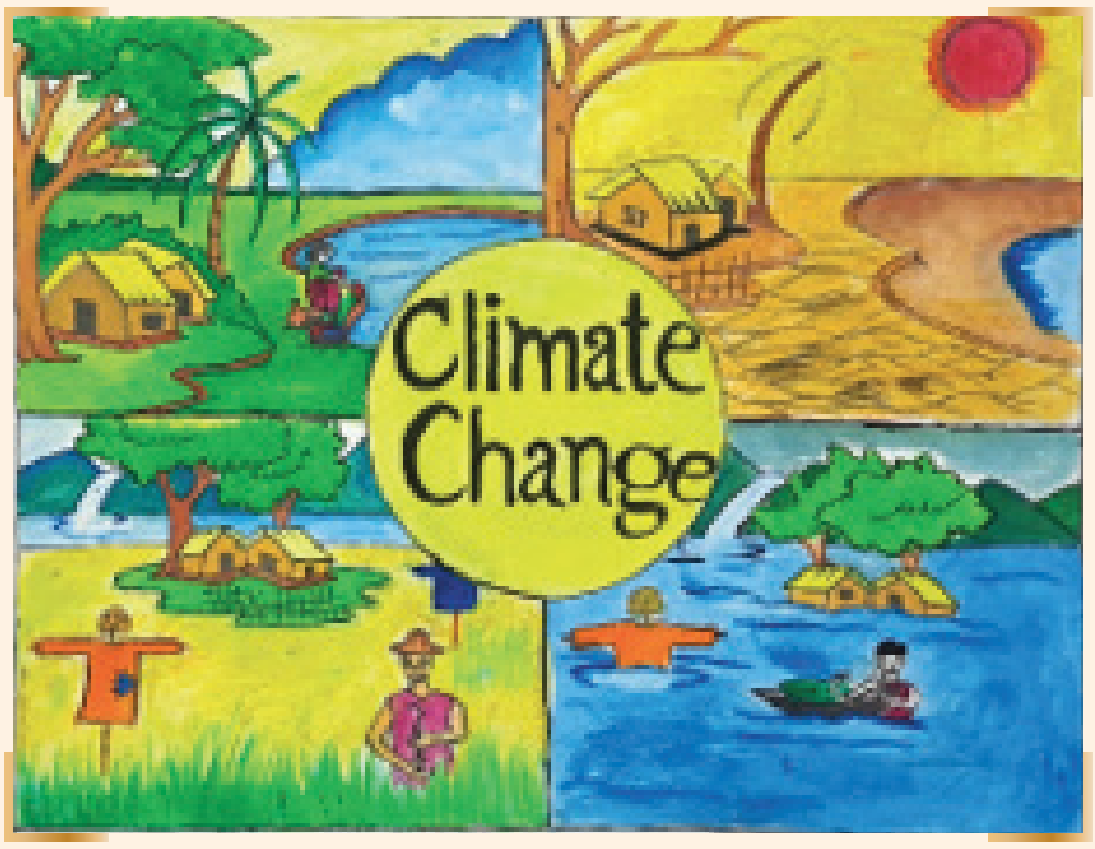

আখি, বয়স-১৪, শ্রেণি- নবম

আল-অমীন, বয়স-১৯, শ্রেণি- দ্বাদশ

তারিন, বয়স-১৫, শ্রেণি- দশম

জেনিয়া বয়স-১৪, শ্রেণি- অষ্টম

শিশুদের লেখা কবিতা

মা

দিয়া সরকার

মা মানে আঁধার ঘরের বাতি,
মা মানে শ্রেষ্ঠ নারী জাতি।
মা মানে সব ভুলের নিখুঁত সমাধান,
মা মানে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রদ্ধা ও সম্মান।

স্বপ্নের শিশুরা

আঁখি সরকার

শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ভোরের আলো আসে,
ছোট্ট ছোট্ট স্বপ্নরা ডানা মেলে ভাসে।
লেখা আর শেখায় কাটে সোনালী দিন,
হাসিতে ভরে ওঠে প্রতিটি ক্ষণ ।
একশনএইড পাশে থাকে মমতার ছায়া হয়ে,
দুঃখের আধার ভাঙে ভালোবাসা দিয়ে।
শিশুর অধিকার শেখায় নীরব ভাষায়,
ভবিষ্যতের পথ খোলে নতুন আশায়।
খাতায় আঁকা স্বপ্নের ছবি,
আলোয় ভরে ওঠে ছোট্ট পৃথিবী।
এক কেন্দ্র যেন আশার এক ঘর
গড়ে তোলে আগামীর সুন্দর ভোর।

ডেঙ্গু মশা

আল-আমীন (সিজেজি সহ-সম্পাদক)

আশেপাশে চারিদিকে নোংরা আবর্জনা
মরণমশা ডেঙ্গুকে সবাই করো মানা।
বাড়ির পাশে নোংরা পানি, কেউ রেখ না আর
সুস্থ জীবনের কামনা করা সবারই দরকার।
কত মানুষ মারা গেছে ডেঙ্গু মশার কারণে
সারা দেশে মানুষ মরেছে, হাজারে হাজারে
দেশের অনেক মানুষ হাসপাতালে ভর্তি
ডেঙ্গুর কারণে অনেক প্রাণ দিছে আহুতি।
দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ি, এটাই সবার কথা
ডেঙ্গু মশা দূর করিতে,
রাখবো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

বন্যার ক্ষতি।

শান্তা রাণী দাস

প্রাকৃতিক দূর্যোগ, প্রবল বৃষ্টিপাত
বাওয়ারে টেনে আনে বন্যার অনুপাত।
জলস্ফিতি দেখা দিলে বাড়ে নদীর পানি,
মানুষ, গবাদী পশু, হাঁস-মুরগীর ঘটে গেল প্রাণহানি।
বন্যার ফলে মানুষ হারায় নিজের বাড়ী
খাদ্য সংকট দেখা দেয়, দেখা দেয় মরণ ব্যাধি।
নষ্ট হয় ঘরবাড়ী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান
নষ্ট হয় ব্রীজ কালভার্ট, বাদাম আর ধান।
রাস্তা-ঘাট, ফসল, শাক-সবজি আরো কত কি ?
বন্যা হলে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি।

শিশুবিকাশ কেন্দ্রের বৈশাখী উৎসব-১৪৩৩

সাইদা আক্তার (সহ সম্পাদক, শিশু সাংবাদিক দল)

এলআরপি-৪৩ প্রকল্পের উদ্দ্যোগে পহেলা বৈশাখ-১৪৩৩ উদযাপন করা হয়েছে। বাংলা বছরের প্রথম দিনে স্পন্সর শিশু, শিশুফোরাম, শিশু সাংবাদিক দলের সদস্য ও কিশোরী দলের সদস্যদের অংশগ্রহণে বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের সামনে র‍্যালী ও পূর্ব সিরাজপুর পেটনার মাঠে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

নববর্ষ উদ্‌যাপন

প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মো: সাইদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে দিবসটিকে বরণ করে নিতে উৎসবমুখর পরিবেশে দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষে শিশু কিশোর কিশোরীরা নিজনিজ সাজে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ও কৃষ্টি, সংস্কৃতি নতুনদের সামনে তুলে ধরেন।

এছাড়াও ছন্দে ছন্দে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। যেমন- এসো হে বৈশাখ, এসো এসো--। নতুন বছরের সূচনায় আনন্দ আর নতুন আশার বার্তা নিয়ে আসে। এই দিনে মানুষ পুরনো দুঃখ ভুলে নতুন সাজে এগিয়ে যায়। যা কিছু পুরনো, তা হোক ইতিহাস, নতুন বছরে হোক নতুন আশ্বাস।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR) সেশন পরিচালনা

সুমনা (প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল)

বিশ্বম্ভরপুরে একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় ভার্ড যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR) সেশনের আয়োজন করেন। সর্বমোট ৪০ জন স্পন্সর শিশু, চাইল্ডফোরাম, শিশু সাংবাদিক দল এর কিশোরীগণ এই সেশনে অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সেশনের শুভ উদ্ভোধন করেন ও সেশনটি পরিচালনা করেন। সেশনে যৌন স্বাস্থ্য, যৌন অধিকার, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, মূলত যৌনতা ও যৌন সম্পর্কের প্রতি ইতিবাচক এবং শ্রদ্ধাশীল দৃষ্ঠিভঙ্গি আলোকপাত করেন। কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় করনীয়, নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্যসেবাতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আলোকপাত করেন। এছাড়াও ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ছোট নাটক প্রদর্শন করা হয়।

বন্যার সময় করনীয়

- বন্যার সময় বিদ্যুতের তার ও খুঁটি থেকে দূরে থাকুন।
- এ সময় টাইফয়েড, ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগ ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেতে নিরাপদ পানি পান করুন।
- বিশুদ্ধ পানির জন্য প্রয়োজনে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার অথবা পানি ভালভাবে ফুটিয়ে পান করুন।
- বন্যার সময় সাপের প্রাদুর্ভাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করুন।
- বন্যার সময় স্যানিটারি প্যাড অথবা কাপড় ব্যবহারের পর যেখানে সেখানে না ফেলে পলিথিনে সংরক্ষন করুন। পরবর্তিতে বন্যার পানি চলে যাওয়ার পর প্যাড অথবা কাপড় মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
- ছোট শিশুদের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখুন।
- নিয়মিত আবহাওয়া পূর্বাভাস সম্পর্কে জানুন, শুনুন ও মেনে চলুন।।

- জাতীয় জরুরী সেবা (পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ—৯৯৯
- ফায়ার সার্ভিস (আগুন নেভানো, উদ্ধারকাজ, দুর্ঘটনা)—১০২/১৬১৬৩
- স্বাস্থ্য বাতায়ন (চিকিৎসা পরামর্শ ও তথ্য)—১৬২৬৩
- কৃষি তথ্য সেবা (ফসল, আবহাওয়া, রোগ ব্যবস্থপনা)—১৬১২২
- মৎস্য তথ্য সেবা (মাছ চাষ ও রোগ ব্যবস্থপনা)—১৬১২২
- প্রানিসম্পদ তথ্যসেবা (গবাদি পশু, টীকা, চিকিৎসা)—১৬১২১
- সরকারী তথ্য ও সেবা, নাগরিক সেবা পেতে(বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ) ৩৩৩
- দূর্যোগের আগাম বার্তা জানার জন্য (বন্যা, বজ্রপাত ইত্যাদি ১০৯০/১০৯৪১
- দুর্নীতি দমন কমিশন ১০৬
- জাতীয় পরিচয় পত্র ১০৫
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, সহায়তা ১০৯, ১০৯২১, ১০৯৮, ১০৯০

"বজ্রপাতের সময় যা করবেন না"

- খোলা মাঠে যাবেন না।
- গাছের নিচে যাবেন না।
- নদী বা পুকুরে থাকবেন না।
- ধাতব বস্তু হাতে নিবেন না।
- ঘরের বাইরে ছাদ বা বারান্দায় যাবেন না।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করবেন না।।

৩০/৩০ বজ্রপাত নিরাপত্তা নীতি

বজ্রপাতের সময় যদি আপনি বজ্রের আলো দেখার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে শব্দ শুনতে পান, বুঝবেন আপনি বিপদসীমার মধ্যে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন। শেষ বজ্রধ্বনি শুনার অন্তত ৩০ মিনিট পর পর্যন্ত বাইরে যাবেন না। এই সহজ নিয়ম মেনে চললে বজ্রপাত জনিত প্রানহানি ও আঘাত অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।।

শৈত প্রবাহে সতর্কতা

- গরম পানীয় ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহন করুন।
- তীব্র শৈত প্রবাহের সময় প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলুন। শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ যত্ন নিন।
- ঠান্ডাজনিত রোগ (সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়া) থেকে সতর্ক থাকুন।।

"বাল্যবিবাহকে লালকার্ড নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষনের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন"

"বজ্রপাতের সময় যা করবেন"

- দ্রুত নিরাপদ স্থনে চলে যাবেন।
- ঘর বা পাকা স্থানে অবস্থান করবেন।
- জানালা ও দরজা বন্ধ রাখবেন।
- শিশুদের যত্নে ঘরে রাখুন।
- গবাদি পশুকে নিরাপদ স্থানে রাখুন।।

"হাম, ডেঙ্গুঁ প্রতিরোধে সচেতন হোন, শিশুদের টীকা, মশারী ব্যবহার হাম, ডেঙ্গুঁর প্রতিকার"

তৃণমূল বার্তা

সম্পাদকীয়

১৫ তম সংখ্যা • জুন ২০২৬

এলআরপি ৪৩

হাওররের বুকে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে ২০১২ সাল থেকে একশনএইড এর সহায়তায় পিএসএপি-এসএফএস-পিএমটিএআর (এলআরপি-৪৩) প্রকল্পের কাজ ভোলান্টরি এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড) অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালনা হয়ে আসছে। ভার্ড কর্ম এলাকার প্রান্তিক ও দরিদ জনগোষ্টীকে অধিকার সচেতন করে, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমুহ হইতে সেবা গ্রহণে উদ্ধুদ্ধকরণ, দূর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস ও টেকসই জীবিকায়ন নিশ্চিত করণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। কর্ম এলাকায় ২৪ টি রিফ্লেকশন একশন সার্কেল, ০১ টি কৃষাণী দল, ২০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ২০ টি শিশু ফোরাম, ০১ টি নারী সমাজকল্যাণ ফেডারেশন, ১০ টি কিশোরী দল ও ০২ টি শিশু সাংবাদিক দল বিদ্যমান। রিফ্লেকশন একশন সার্কেলসমূহে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে বাল্যবিয়ে, যৌতুক, তালাক, নারীনির্যাতন, শিশুনির্যাতন, শিশুশ্রম, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, মা ও শিশু, কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, সরকারি সেবায় প্রবেশাধিকার, সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং, পিয়ার লার্নিং সেশন বিষয়ে আলোচনা করেন। নারীদের ক্ষমতায়নে এলআরপি-৪৩ সফল ভূমিকা পালন করছে। নারীদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭৪টি পরিবার সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত পেয়েছে, মুজিববর্ষে ২৭টি ঘর পেয়েছে। এলআরপি-৪৩ প্রকল্পের শিশু, চাইল্ড ফোরামের সদস্য, সিজেজি এর সদস্য, রিফ্লেকশন একশন সার্কেল সদস্যগণ আন্তজার্তিক নারী দিবস, গ্লোবাল উইক অব ক্লাইমেট একশন, গ্লোবাল ক্লাইমেট ষ্ট্রাইক, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব পানি দিবসে র‍্যালি, আলোচনা সভা ইত্যাদি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স/জলবায়ু পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। একশনএইড বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় গার্লস সাপোর্টার প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষায় অগ্রসর এবং আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য ১০ জন শিশুকে ১৫০০০০ টাকা আই জি এ, ১০ জনকে ৫০০০০ টাকা এবং ১০ জনকে ৩০০০০ টাকা স্কলারশীপ, ভোকেশনাল ট্রেনিং পরবর্তী ১০ জনকে ১৫,০০০ টাকা, চিকিৎসা বাবদ ২ জন শিশুকে ১৫০০০ টাকা নগদে প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বম্ভরপুর সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে ১টি কিশোরী হেল্‌থ কর্ণার এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে, ৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১টি কলেজের কিশোরী হেল্‌থ কর্ণারে ঔষধ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৪৫ জন (স্পন্সর শিশু) ও ৩১২ জন কমিউনিটি শিশুকে নিয়ে শিশুবিকাশ কেন্দ্রে পড়ালেখার পাশাপাশি আবৃত্তি, ছড়া গান, ছবি আকাঁ, গল্পের বই পড়ছে, কিশোর কিশোরীরা তাদের বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন, বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক পরামর্শসহ ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক বিভিন্ন দায়বদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ে তারা অনুশীলন করছে। বর্তমানে ২৫টি রিফ্লেকশন একশন সার্কেলে মোট ৮১০ জন সদস্য জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি চর্চার সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পরিচিত করার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্যোগে নারীরা এখন বছর ব্যাপি বসত বাড়িতেই পরিবারের প্রয়োজনীয় সবজি উৎপাদন করতে পারছেন যা তাদের পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করতে সহায়ক হচ্ছে এবং পরিবারে নারীদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা আমাদের প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এই কমিউনিটির মানুষের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে অধিকার আদায়ের মাধ্যমে জীবনমানের পরিবর্তন আনতে পারব বলে আশা রাখি।

মোঃ কামরুল হাসান
স্পন্সরশীপ এন্ড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট অফিসার

সম্পাদকীয়

একশনএইড বাংলাদেশ ১৯৮৩ সাল থেকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থাটি বিশেষভাবে নারী, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের আওতায় ২৩টি শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। এসব দলের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংবাদ লেখা, ছবি তোলা, আশপাশের সমস্যা চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ এবং লেখনীর মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল শিখছে। তারা শুধু নিজেরাই শিখছে না, বরং সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শিশু সাংবাদিকরা আজ নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। তারা নারী ও শিশুদের নানা বাস্তব সমস্যা, সম্ভাবনা ও অপ্রকাশিত গল্প তুলে ধরছে সাহসিকতার সঙ্গে। প্রতিবছর তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'তৃণমূল বার্তা' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পৌঁছে যায়, যা নীতিনির্ধারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানেই তাদের কাজের পরিসর শেষ নয়। শিশু সাংবাদিকদের লেখা ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এই শিশু সাংবাদিকরাই আগামী দিনের সচেতন নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী এবং পরিবর্তনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা মানে একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও শিশু-বান্ধব সমাজ গঠনের পথকে আরও সুদৃঢ় করা। এই বিশ্বাস নিয়েই একশনএইড বাংলাদেশ শিশুদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

একশনএইড বাংলাদেশ